Z\_¨weeiYx b¤^i :3539

**I‡Rvb¯Íi iÿvq hv wKQz KiYxq meB Ki‡Q miKvi**

 **---cwi‡ek gš¿x**

AvMiZjv (fviZ), 1 Avwk¦b (16 †m‡Þ¤^i) :

 cwi‡ek, eb I Rjevqy cwieZ©b gš¿x †gvt kvnve DwÏb e‡j‡Qb, wek¦e¨vcx Rjevqy cwieZ©‡bi weiƒc cÖfve †VKv‡Z I‡Rvb¯Íi iÿv GKwU Ab¨Zg ¸iæZ¡c~Y© welq| m~‡h©i AwZ‡e¸wb iwk¥ †\_‡K c„w\_ex‡K iÿv Ki‡Z n‡j I‡Rvb¯Í‡ii ÿq‡iva Ki‡Z n‡e| I‡Rvb¯Íi iÿvi welqwU ˆewk¦K e¨vcvi| wKš‘ evsjv‡`k wbR¯^ `vwqZ¡‡eva †\_‡K G wel‡q KvR K‡i hv‡”Q|

 AvR wek¦ I‡Rvb w`em Dcj‡ÿ cwi‡ek Awa`ßi Av‡qvwRZ GK Abyôv‡b cÖavb AwZw\_i e³…Zvq gš¿x Gme K\_v e‡jb| Gev‡ii wek¦ I‡Rvb w`e‡mi cÖwZcv`¨ wQj, Ôgw›Uªj cÖ‡UvKj, I‡Rvb¯Íi myiÿvi 32 eQiÕ|

 gš¿x e‡jb, I‡Rvb¯Í‡ii ÿq‡iva Ges ˆewk¦K DòZv wbqš¿‡Y cwi‡ekevÜe cY¨ Drcv`b I e¨envi Riæwi| cwi‡e‡ki Rb¨ ÿwZKviK M¨vm e¨envi bv Kivi Rb¨ wZwb cY¨ Drcv`bKvix cÖwZôvbmg~‡ni cÖwZ AvnŸvb Rvbvb|

 we‡kl AwZw\_i e³…Zvq cwi‡ek Dcgš¿x nvweeyb bvnvi e‡jb, Avgv‡`i GLbB DwPZ Av‡iv m‡PZb nIqv, I‡Rvb¯Íi iÿvi Rb¨ Kvh©Kifv‡e KvR Kiv| Zv bv n‡j G c„w\_ex‡K iÿv Kiv hv‡e bv| AvMvgx cÖR‡b¥i cÖwZ `vqe×Zv †\_‡KB mevB‡K `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z n‡e|

 cwi‡ek mwPe Ave`yjøvn Avj †gvnmxb †PŠayixi mfvcwZ‡Z¡ Abyôv‡b Kx †bvU †ccvi Dc¯’vcb K‡ib cwi‡ek Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK W. †gvt iwdK Avnv¤§` Ges Av‡jvPbv K‡ib cwi‡ek gš¿Yvj‡qi AwZwi³ mwPe W. b~iæj Kvw`i|

#

cvkv/dvinvbv/‡gvkvid/AveŸvm/2019/2205 NÈv

Z\_¨weeiYx b¤^i : 3540

**Avw\_©K †jb‡`‡b B›Uvi Acv‡iej †c‡g›U mjy¨kb Kvh©µg ïiæ n‡”Q**

 **---AvBwmwU cÖwZgš¿x**

XvKv, 1 Avwk¦b (16 †m‡Þ¤^i) :

 GKwU cøvUdg© †\_‡K Av‡iKwU cøvUd‡g© Avw\_©K †jb‡`b ev¯Íevq‡b B›Uvi Acv‡iej †c‡g›U mjy¨kb Kvh©µg ïiæ n‡”Q D‡jøL K‡i Z\_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ cÖwZgš¿x RybvB` Avn‡g&&` cjK e‡jb, Gi d‡j m¤¢e n‡e GKwU †gvevBj Iqv‡jU †\_‡K Av‡iKwU †gvevBj Iqv‡j‡U Avw\_©K †jb‡`b|

 cÖwZgš¿x AvR ivRavbxi GKwU †nv‡U‡j ÔWªvBwfs wWwRUvj dvBb¨vÝ B‡bv‡fkb di wgwUs G›UvicÖvBR wbWm&Õ kxl©K GK †mwgbv‡i cÖavb AwZw\_i e³„Zvq Gme K\_v e‡jb|

 cªwZgš¿x e‡jb, †`‡ki bvMwiK‡`i kZfvM wWwRUvj Ki‡Z n‡j `iKvi wZbwU wRwbm| bvMwiK‡`i hvPvBK…Z cwiPq Z\_¨, wWwRUvj †c‡g›U cøvUdg© Ges GKwU cøvUd‡g©i mv‡\_ Av‡iKwU cøvUd‡g©i Acv‡i‡ewjwU| G¸‡jvi cÖ\_g `yBwU i‡q‡Q, Avi GLb KvR Kiv n‡”Q Z…ZxqwU wb‡q|

 wZwb e‡jb, Gi d‡j weKvk †\_‡K wmIi K¨v‡k, bM` †\_‡K AvB‡c‡Z ev G ai‡bi GKwU cøvUdg© †\_‡K Av‡iKwU cøvUd‡g© †jb‡`b Kiv hv‡e| wWwRUvj mgvav‡b MÖvgxY mgv‡Ri †kl av‡c wWwRUvj †c‡g›U †cuŠ‡Q †`Iqv m¤¢e n‡e e‡j wZwb Avkvev` e¨³ K‡ib|

 †mwgbv‡i Ab¨v‡b¨i g‡a¨ e³„Zv K‡ib evsjv‡`k ÿy`ª I KzwUi wkí K‡c©v‡ik‡bi †Pqvig¨vb †gvt †gv¯ÍvK nvmvb, evsjv‡`‡k wbhy³ BD‡ivcxq BDwbq‡bi dzW GÛ wbDwUªkb wefv‡Mi wUg wjWvi Manfred Fernholz, evsjv‡`‡k wbhy³ KvbvWvi nvBKwgkbvi Trina Oviedo, UNESCAP Gi cÖwZwbwa ivRxe †K ¸ßv- mn wewfbœ †emiKvwi cÖwZôv‡bi cÖwZwbwaMY|

#

kwn`yj/bvBP/†gvkvid/Rqbyj/2020/2205 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৩৮

অভিবাসন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার

--- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী

রিয়াদ, ১ আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশের জনশক্তি নিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং অভিবাসন ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। এছাড়া বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির জন্য বাংলাদেশে আধুনিক ও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

 আজ রিয়াদে বিভিন্ন জনশক্তি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের দক্ষ, আধাদক্ষ জনশক্তি নিয়োগের বিষয়ে আয়োজিত ‘ইধহমষধফবংয-অ ঐঁন ভড়ৎ অভভড়ৎফধনষব ্ ছঁধষরঃু ঐঁসধহ জবংড়ঁৎপবং’ শীর্ষক এক সেমিনারে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ উইং কর্তৃক আয়োজিত এ সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের উপমিশন প্রধান ড. নজরুল ইসলাম।

 ইমরান আহমদ বলেন, জনশক্তি রপ্তানি প্রক্রিয়া আরো সহজ ও দ্রুত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, কোনো রিক্রুটিং এজেন্সি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ছাড়া যদি জনশক্তি রপ্তানি করে তবে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি সৌদি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের চাহিদা জানানোর জন্য অনুরোধ করেন যাতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে জনশক্তি রফতানি করা সম্ভব হয়।

 সেমিনারে সৌদি আরবে বাংলাদেশের জনশক্তি নিয়োগকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি অংশ নেয়। এ সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশ থেকে দক্ষ, আধাদক্ষ জনশক্তি নিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

#

ফখরুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২২০০ঘণ্টা

Z\_¨weeiYx b¤^i :3537

wÎczivi gyL¨gš¿xi mv‡\_ Z\_¨gš¿xi ˆeVK

**AvMiZjvq e½eÜz Rv`zNi, knx` wgbvi I Avg`vwb-ißvwb‡Z PÆMÖvg I ‡gvsjv e›`i †hv‡Mi cÖ¯Íve**

AvMiZjv (fviZ), 1 Avwk¦b (16 †m‡Þ¤^i) :

 AvMiZjvq e½eÜz Rv`zNi I knx` wgbvi ¯’vcb I fvi‡Zi mv‡\_ Avg`vwb-ißvwb‡Z PÆMÖvg I †gvsjv e›`i †hv‡Mi cÖ¯Íve Kvh©Ki Ki‡Z KvR Ki‡e evsjv‡`k I wÎcyiv| Z\_¨gš¿x W. nvQvb gvn&gz` AvR mÜ¨vq wÎcziv iv‡R¨i gyL¨gš¿x wecøe Kzgvi †`‡ei mv‡\_ gyL¨gš¿xi mwPevj‡q AbywôZ ˆeV‡K Gme cÖ¯Íve wb‡q Av‡jvPbv K‡ib|

 cÖvq AvovB NÈve¨vcx AvšÍwiK G ˆeV‡Ki ïiæ‡Z wÎcyivi gyL¨gš¿x Zuvi cÖwZ evsjv‡`‡ki cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi AcZ¨ †mœ‡ni K\_v ¯§iY K‡i e‡jb, ÔwZwb Avgv‡K wÎcziv mxgv‡šÍ gv`K †PvivPvjvb e‡Üi Rb¨ e‡jwQ‡jb, Avgiv Zv ev¯Íevqb K‡iwQ|Õ

 Z\_¨gš¿x e‡jb, Ôgyw³hy‡×i mgq wÎcyivi gvbyl ïay ivR¨ bq, evsjv‡`wk‡`i Rb¨ Ly‡j w`‡qwQj Zv‡`i g‡bi `zqvi| †m mgq wÎczivi †jvKmsL¨v wQj 15 jvL, †mLv‡b evsjv‡`wk kiYv\_©xi msL¨vI wQj 15 jvL| evsjv‡`k ZvB mgMÖ fvi‡Zi mv‡\_ wÎczivi Ae`v‡bi K\_vI wPiw`b ¯§iY Ki‡e|Õ

 G mgq `yÕcÿ AvMiZjv-AvLvDov †ij †hvMv‡hvM, evsjv‡`k-fzUvb-fviZ-‡bcvj hvb PjvPj e¨e¯’v, wÎcziv-evsjv‡`k mxgvšÍ-cvivcvi cY¨ cwienb mnRxKiY, mxgvšÍ nvU e¨e¯’vcbvi wel‡q `ªæZ AMÖMwZi Ici †Rvi †`b| e½eÜzi Rb¥kZel© D`&hvcb Dcj‡¶ AvMiZjvq GKwU e½eÜz Rv`zNi cÖwZôv I AvMiZjvq evsjvfvlvfvlxi msL¨vwa‡K¨i w`‡K bRi w`‡q GKwU knx` wgbvi ¯’vc‡b Z\_¨gš¿xi cÖ¯Ív‡e BwZevPK mvov †`b gyL¨gš¿x|

 Gi Av‡M mKv‡j AvMiZjv-AvLvDov †ij †hvMv‡hvM Kv‡Ri AMÖMwZ †`L‡Z wbwðšÍczi mxgvšÍ cwi`k©b K‡ib Z\_¨gš¿x| AvMvgx eQ‡ii †kl bvMv` G KvR m¤úbœ n‡e e‡j Kg©KZ©viv Rvbvb|

 ï‡f”Qv ¯§viK wewbgqKv‡j Z\_¨gš¿x W. nvQvb gvngy` wÎcyivi gyL¨gš¿x wecøe Kzgvi †`e‡K e½eÜzi †jLv Amgvß AvZ¥Rxebx I KvivMv‡ii †ivRbvgPvi Bs‡iwR ms¯‹iY Ges †bŠKv ¯§viK Dcnvi †`b|

 Z\_¨gš¿xi mv‡\_ AwZwi³ mwPe I Pjw”PÎ Dbœqb K‡c©v‡ik‡bi e¨e¯’vcbv cwiPvjK Ave`zj Kwig, AvMiZjvq evsjv‡`k mnKvix nvBKwgkbvi wKwiwU PvKgvmn gš¿Yvj‡qi Kg©KZ©ve…›` Ges gyL¨gš¿xi mv‡\_ Zvi gyL¨mwPe W. †f¼‡UkIqvijy, AwZwi³ gyL¨mwPe Kzgvi AjK I wcÖwÝcvj †m‡µUvwie…›` Dcw¯’Z wQ‡jb| ˆeVK ‡k‡l mvsevw`K‡`i cÖ‡kœi DËi †`b Zuviv|

#

AvKivg/gvngy`/‡gvkvid/AveŸvm/2019/2102 NÈv

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৩৬

ভালো মানুষ হওয়ার সাধনা করতে হবে

--- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ১ আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর) :

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, সকল মানুষই জীবনের কিছু সময় কিছু মানুষের কাছ থেকে ভালো মানুষের স্বীকৃতি পায়। কিন্তু সকল সময় সকল মানুষের কাছ থেকে ভালো মানুষের স্বীকৃতি পাওয়া জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার ব্যাপার। ভালো থাকা এবং ভালো থাকতে সাহায্য করার এই সাধনা সকলের করা উচিত।

 মন্ত্রী আজ ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান মিলনায়তনে ঢাকা জেলা আইনজীবী কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি প্রথিতযশা আইনজীবী মরহুম এডভোকেট সরদার মোঃ সুরুজ্জামানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণসভা ও মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মরহুম এডভোকেট সরদার মোঃ সুরুজ্জামানের বর্ণাঢ্য জীবনের স্মৃতিচারণ করে মন্ত্রী বলেন, তিনি আজীবন সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অসহায় মানুষের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-সহ আইনজীবীদের কল্যাণে ঢাকা জেলা আইনজীবী কল্যাণ সমিতিও তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। নীতিতে অটল, সদা বিনয়ী, জনদরদী এবং সুপরামর্শদাতা এডভোকেট সুরুজ্জামান সকলের কাছে ছিলেন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন অনেক দিন।

 ঢাকা জেলার জিপি ফকির দেলওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বিচারপতিগণ, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি গাজী শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান খান রচি, সাবেক সভাপতি মোঃ রেজাউর রহমান এবং ঢাকা বারের আইনজীবীগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৩৫

পুঁজিবাজারে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা হবে

 --- অর্থমন্ত্রী

ঢাকা, ১ আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর) :

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, সকলের সহযোগিতা নিয়ে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পুঁজিবাজার অর্থনীতির একটি অন্যতম মৌলিক এলাকা। উচ্চবিত্ত থেকে সাধারণ প্রায় সব শ্রেণির মানুষই এর সাথে জড়িত। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করে পুঁজিবাজারে জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

 আজ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মলেন কক্ষে পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, পুঁজিবাজার উন্নয়নে সবাইকে কাজ করতে হবে। পুঁজিবাজারে যিনি অপরাধ করবেন আইন অনুযায়ী তার বিচার করা হবে। ভালো ভালো সরকারি কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসা হবে। এ লক্ষ্যে বিশেষ কমিটি করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

 বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান, বিমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) চেয়ারম্যান, ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অভ্ বাংলাদেশের (আইসিবি) চেয়ারম্যান এবং সাধারণ বিমা করপোরেশনের চেয়ারম্যান প্রমুখ।

#

তৌহিদুল/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২০৩০ঘণ্টা

Handout Number : 3534

**Bangladesh strongly condemns Houthi attacks on Saudi Establishments**

Dhaka, 16 September :

 Bangladesh strongly condemns the recent drone attacks on a Gas factory as well as the attack on two Aramco plants in the Kingdom of Saudi Arabia by the Houthis, states External Publicity Wing of Ministry of Foreign Affiars in a press release today. According to the press statement, such unprovoked acts by the Houthis vitiate the atmosphere and upset the balance of peace and security in the region.

Bangladesh expresses its concern at such repeated acts of violence by the Houthis, directed at key installations in the Kingdom of Saudi Arabia. Bangladesh conveys its support to the Kingdom of Saudi Arabia in their efforts to bring about lasting peace and stability in the region, says the press statement.

#

Tohidul/Mahmud/Mosharaf/Joynul/2019/1930hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৩৩

ইন্দোনেশিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি ড. হাবিবির মৃত্যু

শোক বইয়ে স্বাক্ষর করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ১ আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর) :

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন ইন্দোনেশিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি চৎড়ভ. উৎ. ওহম. ঐ. ইধপযধৎঁফফরহ ঔঁংঁভ ঐধনরনরব এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি আজ ঢাকাস্থ ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাসে রাখা শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এ সময় ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত জরহধ চ. ঝড়বসধৎহড় উপস্থিত ছিলেন।

 স্বাক্ষরকালে ড. মোমেন উল্লেখ করেন, ইন্দোনেশিয়ার জনগণ ড. হাবিবির মৃত্যুতে একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক এবং একনিষ্ঠ বিজ্ঞানীকে হারিয়েছেন। তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্য ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ জনগণ তাঁকে চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, ড. হাবিবি ইন্দোনেশিয়ায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। তিনি তাঁর দেশে এবং দেশের বাইরে বৈজ্ঞানিক আন্দোলন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক বিকাশ এবং অন্যান্য বন্ধুপ্রতিম দেশে প্রযুক্তি হস্তান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন।

 ড. মোমেন ইন্দোনেশিয়ার প্রয়াত রাষ্ট্রপতির শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৩২

এক কোটির বেশি নাগরিক ই-নামজারি সেবা পেয়েছেন

 --- ভূমিমন্ত্রী

ঢাকা, ১ আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর) :

 ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, ২০১৯ এর ১ জুলাই থেকে সারা দেশে ই-নামজারি কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ৪৮৫টি উপজেলা ভূমি অফিস ও সার্কেল অফিসে এবং ৩৬১৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ই-নামজারি কার্যক্রমের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১ কোটির অধিক নাগরিককে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

 ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এটুআই-এর যৌথ আয়োজনে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ই-নামজারির সক্ষমতা মূল্যায়নে গবেষণালব্ধ ফলাফল শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।

 সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, প্রতি বছর দেশে প্রায় ৪২ লাখ ভূমি রেজিস্ট্রেশন হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে আরো ২০-২৫ লাখ নামজারির ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। কিন্তু মালিকানা হালনাগাদ হয় ৩০-৩৫ লাখ। প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রায় ৩০ লাখ ভূমি হস্তান্তর নামজারি বা রেকর্ড হালনাগাদের বাইরে থেকে যায়। ই-নামজারির মাধ্যমে জনগণ সহজেই এখন সহজে, দ্রুততম সময়ে ও নির্ভুলভাবে অনলাইনে নামজারি করতে পারছেন।

 জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রকৃত লক্ষ্য পূরণে ভূমি মন্ত্রণালয় সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের কর্মকা-ের রেটিং সিস্টেম করা গেলে আরো ভালো সেবা দেওয়া যাবে।

 সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটি’র এক গবেষক দল ই-নামজারি সেবা প্রদান বিষয়ে একটি গবেষণালব্ধ ফল তুলে ধরেন। গবেষকবৃন্দ তাঁদের গবেষণায় এপ্রিল ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নামজারি সেবা ও ই-নামজারি সেবা প্রদানের বিষয়ে ১৫৫টি উপজেলায় গবেষণা করেন। এর ফলাফলে দেখা গিয়েছে ই-নামজারির মাধ্যমে সেবা প্রদানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৪৫ দিনের ক্ষেত্রে ৩৬ শতাংশ এবং ২৮ দিনের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

 সংবাদ সম্মেলনে আরো বক্তব্য প্রদান করেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান উম্মুল হাছনা ও এটুআই-এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ আবদুল মান্নান।

#

নাহিয়ান/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫৩১

**টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যাংক ও ফিনটেকগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের তাগিদ**

ঢাকা, ১ আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর) :

 শিল্পায়নের মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য ব্যাংক ও ফিনটেক (ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজি) কোম্পানিগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের তাগিদ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট তথ্য-প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের চলমান ধারার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ভোক্তা সাধারণকে ফিনটেক সম্পর্কিত শিক্ষার আওতায় আনতে হবে। এ লক্ষ্যে তাঁরা ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম চালুর পরামর্শ দেন।

 গতকাল রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে ‘ব্যাংক-ফিনটেক কোলাবোরেশন: এ উইন-উইন সিচ্যুয়েশন’ (ইধহশ-ঋরহঃবপয ঈড়ষষধনড়ৎধঃরড়হ: অ ডরহ-ডরহ ঝরঃঁধঃরড়হ) শীর্ষক সংলাপে বক্তারা এ তাগিদ দেন। বাংলাদেশ জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশন ফর কনজিউমারস্ অ্যান্ড ইনভেস্টরস (বিজেএফসিআই) এবং দ্য বাংলাদেশ এক্সপ্রেস যৌথভাবে এ সংলাপের আয়োজন করে।

 বিজেএফসিআই’র প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। এতে ফাইন্যান্সিয়াল হেরাল্ডের সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমদ, দৈনিক যুগান্তরের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোঃ সাইফুল আলম বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিবলী রোবায়াত উল ইসলাম, প্রেস ইনস্টিটিউট অভ্ বাংলাদেশ (পিআইবি) এর মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, বিকশের পক্ষে কাদির কামাল, শিওর ক্যাশের সিইও ড. শাহাদত খান, এক্সিম ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া, ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক মাঈনুদ্দিন আহমেদ এবং কোনা এসএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিনাওয়ার হোসেন তানজিল আলোচনায় অংশ নেন।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের তরুণ ভোক্তাগোষ্ঠী ক্রমেই নগদবিহীন লেনদেনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা মোবাইল ব্যাংকিং, বিভিন্ন ধরণের ক্রেডিট অ্যাপস্ ও ফাইন্যান্সিয়াল টুলস্ ব্যবহার করে স্মার্ট কাস্টমার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলছে। সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভোক্তা-স্বার্থ সুরক্ষা এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন প্রটেকশনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ফিনটেকগুলোকে জনবান্ধব কাস্টমার সেবা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর সংযোগের মাধ্যমে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। তিনি এ লক্ষ্যে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এবং দায়িত্বশীল ব্যবসার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

 বক্তারা বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে বিশ্ব নগদবিহীন (ঈধংযষবংং) সমাজে পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের ধারা থেকে বের হয়ে এসে মানুষ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনে অভ্যস্ত হয়েও উঠেছে। আগামী দিনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নগদ লেনদেনের কোনো সুযোগ থাকবে না। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও নগদবিহীন সমাজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

 এর আগে মন্ত্রী ১১টি ব্যাংকের সিইওদের লেখা নিবন্ধ নিয়ে দ্য বাংলাদেশ এক্সপ্রেসের বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেন।

#

জলিল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

Handout Number : 3530

**UK All Party Parliamentary Group Calls on Foreign Minister**

Dhaka, 16 September :

 Fourteen British Parliamentarians led by Ann Mette Kjaerby called on the Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at his office yesterday. The Parliamentarians are visiting Bangladesh on a study tour on sexual and reproductive health.

 Welcoming the delegates, the Foreign Minister expressed deep appreciation for the support of the politicians and the people of the United Kingdom during the Liberation war and afterwards. He mentioned the atrocities carried out by the Myanmar towards the Rohingyas and sought support for ensuring the safe and sustainable return of the Rohingyas to their homeland in Northern Rakhine State. The Foreign Minister also outlined the financial and environmental impact Bangladesh is currently undergoing for housing the Rohingyas.

  The Foreign Minister apprised the delegation about the developments of Bangladesh in the economic sector as well as in the fields of socio economic sectors such as reducing child and maternal mortality and population growth rate, increasing the literacy rate etc. He further mentioned the role of Bangladeshi diasporas in the development of both Bangladesh and their host countries.

  The Foreign Minister thanked the people and the Government of the United Kingdom for its longstanding partnership with the Government of Bangladesh and expressed hope that the cooperation between Bangladesh and the UK in the field of implementation of Sustainable Development Goals (SDG) and Delta Plan-2100 will be continued.

  The members of the AllParty Parliamentary Group on Population, Development and Reproductive Health thanked the Foreign Minister for the meeting. They commended Bangladesh’s role in hosting 1.1 million Rohingyas with shelter and all kinds of humanitarian assistance. They lauded Bangladesh’s remarkable achievements in the fields of child and maternal health, poverty reduction, women empowerment, technology and capacity building. They also assured that the UK will continue to work with the Government of Bangladesh for the overall development of Bangladesh from grassroots to national level and ensuring safe return of the Rohingyas to Myanmar.

  The Foreign Minister hoped that the UK will continue to support Bangladesh in international forum especially in United Nations for creating pressure on Myanmar in order to ensure sustainable return of the Rohingyas. He wished a fruitful outcome of the current assignment of the visiting delegation.

#

Tohidul/Parikshit/Asma/2019/1630 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫২৯

**ত্রিপুরার জনগণ মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশিদের জন্য খুলে দিয়েছিল মনের দুয়ার**

 **- আগরতলায় তথ্যমন্ত্রী**

আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর :

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার জনগণ শুধু রাজ্য নয়, বাংলাদেশিদের জন্য খুলে দিয়েছিল তাদের মনের দুয়ার। সেসময় ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল ১৫ লাখ, সেখানে বাংলাদেশি শরণার্থীর সংখ্যাও ছিল ১৫ লাখ। বাংলাদেশ তাই সমগ্র ভারতের সাথে ত্রিপুরার অবদানের কথাও চিরদিন স্মরণ করবে।’

 রোববার সন্ধ্যায় ভারতের আগরতলায় রবীন্দ্রশতবার্ষিকী মিলনায়তনে বাংলাদেশের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন, আগরতলা আয়োজিত ‘প্রথম বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব, আগরতলা’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘রাজনৈতিক সীমানায় বিভক্ত হলেও বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা এক। একই জলবায়ুতে একই নদীর অববাহিকায় দু’দেশের মানুষের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, একই পাখির কলতানে মুগ্ধতা। দু’দেশের মানুষের বন্ধুত্বও তাই সীমানা ছাড়িয়ে।'

 আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনার কীরিটি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি, পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল করিম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের মধ্যে স্বপন ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন।

 চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘চলচ্চিত্র জীবনের কথা বলে, সমাজের দর্পণ হিসেবে মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে, হাসায়, কাঁদায়, স্বপ্ন দেখায়, জীবনের নতুন নতুন দিক উন্মোচন করে। চলচ্চিত্র তার নির্মাণের সময়ের জীবনযাত্রাকে ইতিহাসে ধরে রাখে। তাই মানুষের কথা, মানুষের ভাবনা তুলে ধরতে চলচ্চিত্রের অবদান অনবদ্য। সেকারণে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক জোরদার করতে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অসামান্য। চলচ্চিত্র উৎসবও বন্ধুত্ব গড়তে তাৎপর্যমন্ডিত।’

 তিন দিনব্যাপী এ উৎসবে আমাদের বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো, বিশ্ব আঙিনায় অমর একুশ, জাগে প্রাণ পতাকায়, জাতীয় সঙ্গীতে, পুত্র, খাঁচা, ভুবন মাঝি, গেরিলাসহ মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন জীবনভিত্তিক ২০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে।

#

আকরাম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫২৮

**বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে**

**এমন কোনো বিষয় গণমাধ্যমে প্রকাশ না করার অনুরোধ**

ঢাকা, ১ আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর) :

 এজলাস চলাকালীন বিচারক ও আইনজীবীদের মধ্যে কথোপকথন বা যুক্তি-তর্ক একান্তভাবে কোর্টের সম্পদ এবং এটি সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য নয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

 সম্প্রতি প্রেস কাউন্সিল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানায় যে, বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো বিষয় বা ঘটনা এবং বিচারকগণের মানহানি ঘটে এমন কোনো মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে গণমাধ্যমকে বিরত থাকতে হবে।

 বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিচারাধীন মামলার বিষয়ে প্রকৃত চিত্র পরিবেশন করা যাবে। কোনো বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হলে তা সংশ্লিষ্ট কোর্টের বেঞ্চ অফিসার, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার এবং আপিল বিভাগ এর নিকট হতে যাচাই করে প্রকাশ করতে হবে।

 সুপ্রিম কোর্টের অবমাননা হয় এবং বিচারকগণের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় অথবা ক্ষুণ্নের সম্ভাবনা থাকে এমন সংবাদ পরিবেশন থেকে সাংবাদিকদেরকে বিরত থাকতে হবে। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিষয়টি প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন মিডিয়াকে প্রতিপালন করতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অনুরোধ করেছে।

 বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সাংবাদিকদের জন্য আচরণ বিধি ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত) এর ১৬ নং দফা অনুসরণের জন্য সকল গণমাধ্যমকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ দফায় বলা হয়েছে, ‘কোনো অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলা বিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদযাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনা মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত বিরত থাকতে হবে।’

 বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৮৯১৭/২০১৯ নম্বর রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে গত
৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে রিট মোকদ্দমাটি বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং বিচারপতি মোহাম্মদ আলী সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ শুনানি করেন। সকল বিষয় বিবেচনা করে হাইকোর্ট যে আদেশ দেন তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

#

শাহ্‌ আলম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৩৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৫২৭

**ডেঙ্গু পরিস্থিতি**

ঢাকা, ১ আশ্বিন (১৬ সেপ্টেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নতুন ৬৫৩ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

 প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন ৭৯ হাজার ১২৯ জন। বর্তমানে সারা দেশের হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গুরোগে আক্রান্ত ভর্তিকৃত রোগী আছেন ২ হাজার ৫০৭ জন। এ যাবত ৬৮ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

#

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৩৪০ ঘণ্টা